VOL-1, Issue 1- DL No. 190 Dated 22-11-2010
For circulation to Subscribers only **Price : Rs. 2**

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sam... ...aj

প্রথম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা এপ্রিল ২০১১ চৈত্র-বৈশাখ ১৪১৭ - ১৪১৮

১৪১৮
শুভ নববর্ষ আপনাদের সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন
যুগান্তকারী রামমোহন — ১
লণ্ডনে মাঘোৎসব — ২
স্মরণিকা — ৩
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ — ৩
বিশেষ অনুষ্ঠান — ৩
শোক সংবাদ — ৪
পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান — ৪
ভবানীপুর দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়ের ৭০তম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান — ৬
Dr. Binayak Sen — ৭
কৃতজ্ঞতা স্বীকার — ৮

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ
প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033)6450-0915
email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

যুগান্তকারী রামমোহন

রামমোহন নারীকে শুধু জননী, জায়া, ভগিনী কন্যা কিংবা কেবলমাত্র পুরুষের অনুগামিনী রূপে দেখেননি, তিনি নারীকে নতুন যুগের আলোকে দেখেছিলেন। নারীকে ব্যক্তি বা স্বাধীন সত্বার অধিকারিণী হিসাবে দেখেছিলেন। নারীর হাতে তিনিই তুলে দিয়েছিলেন মুক্তি সূর্যের পতাকা- তা নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে। তিনি সর্বপ্রথম আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং সক্রিয় বিরোধিতা করেন- সহমরণ ও অনুগমনে, বাল্যবিবাহে, কুলীন প্রথা ও বহুবিবাহে। তিনিই পথপ্রদর্শক ছিলেন বিবাহ সংস্কার, বিধবা বিবাহ, নারীর সম্পত্তির অধিকার এবং স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে।

শুধু মাত্র লেখনী ধারণ করে বা ভ্রান্ত মতকে খন্ডন করেই রামমোহনের আন্দোলন শেষ হয়নি, তিনি প্রচন্ড বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বন্ধুদের সাথী করে শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে জ্বলন্ত চিতা থেকে বিধবাদের উদ্ধার করা শুরু করেছিলেন। এই ভাবে নির্ভীক রামমোহন নিজের মস্তকে দেশের লোকের যাবতীয় নিন্দা ও লাঞ্ছনা বহন করে নিজের অর্থ-সামর্থ্য প্রতিপত্তি দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য বাংলায় তিনটি এবং ইংরাজিতে চারটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং সেগুলি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ" সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম গ্রন্থ। এর ফলে রামমোহনের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু হয়, এমনকি তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু অকুতোভয় রামমোহন প্রকাশ্যেই চলাফেরা করতে লাগলেন এবং ক্রমেই জনসমর্থন লাভ করলেন।

এই আন্দোলনের খবর বিলাতে পৌছালে সেইখানেও সতীদাহের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠল। জন পেগস-এর লেখা "Suttees cry to Britain" এবং জন পোয়েন্ডারের "Human Sacrifice in India" প্রকাশিত হওয়ায় দেশে, বঙ্গভূমিতে আন্দোলনের তরঙ্গ বইল। বাবুদের বৈঠকখানায়, চতুষ্পাঠীতে,

পল্লীগ্রামের চন্ডীমন্ডপে এবং সর্বত্র রামমোহনের কথা। অন্তঃপুরের মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হয়। দায়ভাগ আইন অনুসারে স্ত্রীর মৃত স্বামীর সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত ছিল। এই সম্পত্তির লোভেই স্ত্রীহত্যা বাংলা ও বাংলার বাইরে বেশী হত বলে ধারণা।

সে যুগের এই সংকীর্ণ গোঁড়ামি ও অন্যদিকে তাঁর স্বাধীন অগ্রগামী চিন্তার ধারা তাঁকে এই বিষয়ে কার্যকারী করতে সহায়ক হয়েছিল। এখানেই তাঁর উদারসর্বস্ব মানবিক হৃদয়ের পরিচয় দৃষ্ট হয়। কারণ তিনি যুক্তির দ্বারা যে শাস্ত্র গ্রহণীয় সেই শাস্ত্রের নির্দেশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে অসাধারণ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক এবং এক যুগান্তকারী ঘটনা। (ক্রমশঃ)

— শ্রীপ্রণব রায়

রাজা রামমোহন রায়ের ২৩৮ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাজা রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি (২২/০৫/২০১০)

লণ্ডনে মাঘোৎসব

এবার লণ্ডনে মাঘোৎসবে যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তারিখটা ছিল ১২ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার ২০১১। কলকাতার মাঘোৎসব হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর লণ্ডনের ব্রাহ্ম সমাজ মহাসমারোহে ওখানে প্রতিবছর মাঘোৎসব পালন করেন। বেশকিছু মানুষের সমাগম হয়। তারা সবাই যে ব্রাহ্ম তাও নয়। অনেকটা ভালবেসেই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৯৪৭ সালের পর থেকে লণ্ডনে মাঘোৎসব শুরু হয়েছিল। তার অনেকদিন পর থেকে Golders Green নামক একটি জায়গার এক Unitarian Church এ পাকাপাকিভাবে মাঘোৎসব পালন করার ব্যবস্থা লণ্ডনের ব্রাহ্ম সমাজ করেন সকলের সুবিধা অনুযায়ী মাঘোৎসবের দিন ও সময় ঠিক করা হয়। এবার বিকাল ৩টার সময় উপাসনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা যথাসময়ে Hoop Lane এর Unitarian Church এ পৌঁছে যাই। Church টি ছিল সুন্দর। সামনে Stage এর মত একটা জায়গা সেখানেই উপাসনা আর গানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর বাঁদিকে একটা বড় Pipe Organ আর ডানদিকে একটি Piano। শ্রীমতী মঞ্জু চৌধুরী অনেক বছর থেকেই ওখানে মাঘোৎসব এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে উপাসনা করেন। কিন্তু এবছর মঞ্জুদি না থাকার জন্য ওখানকার সকলের প্রিয় অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ বিষ্ণু পালচৌধুরী আচার্যের কাজটি করেন। এবার সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন — শ্রীমতী অনুরাধা পালচৌধুরী, মানসী বড়ুয়া, অলকা মিত্র, ঝুমুর মুখার্জী, শুচিস্মিতা গাঙ্গুলী, অর্দিকা সেন, ঝুম মিত্র, তনুশ্রী গুহ, সোনালী সাহা, শ্রীপ্রসাদ চ্যাটার্জী ও শ্রীশোভন আন্দালিপ আহমেদ, সঙ্গতে ছিলেন শ্রীসিদ্ধার্থ গাঙ্গুলী। এদের সকলের উৎসাহ দেখে আমার খুব ভাল লাগল। এদের অধিকাংশই নবীন এবং কর্মসূত্রে লণ্ডনে বাস করেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্রীশোভন আন্দালিপ আহমেদ।

Golders Green Unitarians এর news letter of the congregation এর Programme এ লেখা ছিল

"The Maghotsav Celebration Saturday 12 February.

GGU has had valued connections with the Brahmo Samaj dating back to the 1970s. Come to the event and be nourished by spirit of Rabindranath Tagore and Rammohan Roy, in same ways, "the founder of modern India."

অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার আগে Church এর Minister Rev. Feargus O' Connor, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং মাঘোৎসবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলেন। এরপর ব্রাহ্ম সমাজের পদ্ধতি অনুযায়ী উপাসনা করেন ডঃ বিষ্ণু পালচৌধুরী। বেদগান তমীশ্বরানাং দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে গানের সংখ্যা ছিল ১৪টি সেগুলি এই রকম ঃ

জাগো পুরবাসী - সমবেত, নব আনন্দে জাগো - শ্রীমতী আর্দিকা সেন, রাখো রাখোরে - শ্রীমতী তনুশ্রী গুহ, আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় - সমবেত, আমার যা আছে - শ্রীমতী অলকা মিত্র, হৃদয় দুয়ারে আজি - সমবেত, হে সখা সম - শ্রীমতী ঝুমুর মুখার্জী, যে ধ্রুবপদ - শ্রীমতী মানসী বড়ুয়া, ধন্য ধন্য ধন্য আমি - শ্রীপ্রসাদ চ্যাটার্জী, ধ্বনিল আহ্বান - সমবেত, তুমি নব নব

রূপে - শ্রীমতী শুচিস্মিতা গাঙ্গুলী, মধুররূপে বিরাজ - শ্রীমতী ঝুম মিত্র, সদা থাক আনন্দে - শ্রীশোভন আন্দালীপ আহমেদ, বরিষ ধরা মাঝে - সমবেত।

সবশেষে 'পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে' দিয়ে মাঘোৎসবের সমাপ্তি হয়।

এরপরে Church এর পাশের একটি হলঘরে খাবার ব্যবস্থা করা হয়। খাবার মধ্যে ছিল লুচি, আলুরদম মিষ্টি আর চা। প্রায় ৪০ জনের মত ভক্তবৃন্দ এসেছিলেন। Ms Carla Contractor যিনি Bristol এ রামমোহনের স্মৃতি রক্ষার্থে ব্যস্ত। তিনি Bristol থেকে আমাদের মাঘোৎসবে যোগদানের জন্য এসেছিলেন।

উৎসব, তারপর আলাপ পরিচয় ও খাওয়া দাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা দিনটি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কাটালাম।

— শ্রীপ্রসূন গাঙ্গুলী

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

২রা এপ্রিল (১৮৯৬)	—	সাংবাদিক-সাহিত্যিক-সমালোচক যোগানন্দ দাসের ১১৫ তম জন্মদিবস।
৮ই এপ্রিল (১৮৯৪)	—	কথা-সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১১৭ তম জন্মদিবস।
১০ই এপ্রিল (১৮৯৫)	—	সীতা চৌধুরীর (রামানন্দ চ্যাটার্জীর কনিষ্ঠা কন্যা)১১৬ তম জন্মদিবস।
১৩ই এপ্রিল (১৯২৯)	—	সমাজের একনিষ্ঠ সেবক শিবেন বসুর ৮২ তম জন্মদিবস।
২৩শে এপ্রিল (১৯৯২)	—	ভারতরত্ন সত্যজিৎ রায়ের ১৯ তম তিরোধান দিবস।
২৯শে এপ্রিল (১৮৯৩)	—	শান্তা নাগের (রামানন্দ চ্যাটার্জীর জ্যেষ্ঠা কন্যা) ১১৮ তম জন্মদিবস।

—ঃ ২০১১ এপ্রিল মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ৩রা এপ্রিল, ২০১১	ঃ	আচার্য	- ডঃ শুচিতা দেব
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- যোগানন্দ দাস
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী
রবিবার ১০ই এপ্রিল, ২০১১	ঃ	আচার্য	- শ্রী সিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০টা		স্মরণ	- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
		সঙ্গীত	- ব্রাহ্ম যুবজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী
রবিবার ১৭ই এপ্রিল, ২০১১	ঃ	আচার্য	- শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী
সন্ধ্যা ৬-৩০টা		সঙ্গীত	- শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
রবিবার ২৪শে এপ্রিল, ২০১১	ঃ	আচার্য	- শ্রীমতী সুজাতা ব্যানার্জী
সন্ধ্যা ৬-৩০টা		সঙ্গীত	- শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত

আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি

—ঃ বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ—

শুক্রবার ৮ই এপ্রিল, ২০১১	ঃ	বসন্ত উৎসব
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		প্রার্থনা - ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর
		পাঠ - শ্রীমতী অরুণা দাসগুপ্ত

সঙ্গীত - শ্রীদেবাশিষ রায়চৌধুরী , শ্রীমতী রোহিনী রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী অরুণা দাসগুপ্ত

বৃহস্পতিবার ৩১শে চৈত্র ১৪১৭ ঃ **প্রার্থনা ও সঙ্গীতে বর্ষবিদায় ১৪১৭**
১৪ই এপ্রিল ২০১১ প্রার্থনা - ডঃ মধুশ্রী ঘোষ
সন্ধ্যা ৬-৩০টা সঙ্গীত - শ্রীসুবীর পাল ও সহ শিল্পীবৃন্দ

শুক্রবার ১লা বৈশাখ ১৪১৮ ঃ **নববর্ষ ১৪১৮ আবাহন**
১৫ই এপ্রিল ২০১১ উপাসনা - শ্রীমতী সুনন্দা দাস
সকাল ৯-০০টা সঙ্গীত - "কথা ও সুর" এবং শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা

আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

—।। শোকসংবাদ ।।—

বিগত ১৩ই ডিসেম্বর ২০১০ শ্রীমতী কৃষ্ণা বোসের স্বামী **শ্রীজ্যোতি বোস** জার্মানীতে ৭১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ গিরিডির প্রয়াত ডাক্তার বিভুপ্রসাদ দে ও প্রয়াতা সুকুমারী দের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও ঢাকার প্রয়াত রাজমোহন দাস ও লাবণ্য প্রভা দাসের পুত্রবধূ এবং প্রয়াত সুবিমল দাসের পত্নী **শ্রীমতী মণিকা দাস** ৯০ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ প্রয়াত নির্মল কুমার ব্যানার্জীর কন্যা **শ্রীমতী অমিতা ব্যানার্জী** পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ৩রা মার্চ ২০১১ প্রয়াত লোকেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীমতী শেফালী চৌধুরীর কন্যা ও প্রয়াত শঙ্কর বসুর পত্নী **শ্রীমতী দীপিকা বসু** ৭৩ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। প্রয়াতা দীপিকা বসু দীর্ঘকাল সম্পাদিকা পদে সমাজের নৈশ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সেবা করেছেন।

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঃ

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী ২০১১ মঙ্গলবার ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াতা আরতি চট্টোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন **শ্রীসুপ্রিয় ঠাকুর** এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়তী চক্রবর্তী, শিপ্রা ভট্টাচার্য, প্রবীর ঘোষ ও প্রদ্যোৎ আঢ্য এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রী গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী) শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (পুত্র) এবং **শ্রীসুজয় সেন**।

বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ রবিবার সকাল ১০টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াতা শ্রীলা সেনের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন **শ্রীমতী সুনন্দা দাস** এবং সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী কৃষ্ণা হাজরা, মনীষা সিংহ, বিপাশা মাইতি, সুদক্ষিণা কুণ্ডু মুখার্জী, অনন্যা চ্যাটার্জী, রঞ্জিতা দাসগুপ্ত, সুচেতা নিয়োগী, সৃজনী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীময়ী চট্টোপাধ্যায়, সুদেষ্ণা মুখার্জী, অভিজিৎ দেব, প্রশান্ত গুপ্ত, প্রসীদ বসু, মনোজিৎ দাশগুপ্ত, অরীন্দ্রজিৎ সাহা। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীমতী মীরা দে (পিসী), শ্রীমতী সুনীপা বসু (বোনঝি), শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত (ছাত্রী) এবং শ্রীইন্দ্রপ্রমিত দাস (নাতি)। অনুষ্ঠানে বহু গুণমুগ্ধ আত্মীয়-পরিজন উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০১১ রবিবার সকাল ১০-০০টায় সমাজ মন্দিরে প্রয়াত মুকুল ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীদেবাশিস বসু, শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী ও শ্রীমতী রীণাদোলন বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনীপাঠ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন ভগিনী শ্রীমতী অলকনন্দা ব্যানার্জী (রায়) এবং জামাতা শ্রীকৌশিক লস্কর। প্রয়াত মুকুল ঘোষের ইচ্ছানুসারে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ব্রাহ্মমতে সমাজ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বহু গুণমুগ্ধ আত্মীয়-পরিজন উপস্থিত ছিলেন।

দীক্ষাগ্রহণ ঃ

বিগত ২০শে মার্চ ২০১১ রবিবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনার নিবেদন পর্যায়ের বিশেষ অঙ্গস্বরূপ এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রয়াত গুরুদাস রায় ও প্রয়াতা স্বর্ণময়ীদেবীর পৌত্র এবং সুপরিচিত সঙ্গীতকার প্রয়াত রজনীকান্ত সেন ও প্রয়াতা হিরন্ময়ী দেবীর দৌহিত্র এবং প্রয়াত সত্যরঞ্জন রায় ও প্রয়াতা শান্তিলতা রায়ের চতুর্থ পুত্র তথা প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহিতব্রত রায় (বাচ্চু) জন্ম ২৯/১২/১৯২৭) তাঁর হৃদয়ানুভূতির আকর্ষণে মনস্থির করে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে দীক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত করেন সমাজের সভাপতি আচার্য শ্রীমতী সুনন্দা দাস এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত ও শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত। অনুষ্ঠানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদিলীপ কুমার রায় ও শ্রীশিবব্রত রায় (মানিক) সহ বহু আত্মীয়-পরিজন ও ভক্তবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শ্রী হীতব্রত রায়কে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ উপলক্ষে সমাজের পক্ষ থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাস্বরূপ পুষ্পস্তবকসহ এই সমাজের 'শত বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ', 'ব্রাহ্মধর্মের উৎস থেকে মোহনায়', 'ব্রাহ্মধর্ম', 'ব্রহ্মসঙ্গীত', 'শ্লোকসংগ্রহ' এবং 'ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ' গ্রন্থসমূহ ও মিষ্টান্ন উপহারস্বরূপ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

আমেরিকা প্রবাসী শ্রীহিতব্রত রায়ের ভ্রাতৃবৃন্দ যথাক্রমে শ্রী দিলীপকুমার রায়, প্রয়াত শুভব্রত রায়, শ্রী শিবব্রত (মানিক) রায় (হ্যামবুর্গ প্রবাসী) ও প্রয়াত সঞ্জীত কুমার (গোপাল) রায়। পত্নী প্রয়াতা মিনতি রায়, কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণকলি রায় ও পুত্র শ্রী ধ্যানব্রত রায় (আমেরিকা প্রবাসী)। শ্রী হীতব্রত রায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা ও প্রাক্তন প্রশিক্ষক, বৈদেশিক পরিষেবা সমিতি, মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরে যুক্ত ছিলেন।

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ

বিগত (ফেব্রুয়ারী ২০১১) মাসের সাপ্তাহিক উপাসনায় শ্রী অরুণ কুমার রায় (প্রথম রবিবার), শ্রী সিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী (দ্বিতীয় রবিবার), শ্রী সঞ্জীব মুখার্জি (তৃতীয় রবিবার) ও শ্রী অনিরুদ্ধ রক্ষিত (চতুর্থ রবিবার) আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী, দ্বিতীয় রবিবার সর্বশ্রী/শ্রীমতী মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জনা গুহ, পুষ্পিতা গঙ্গোপাধ্যায়, সুস্মিতা নাথ, শতরূপা চৌধুরী, শ্রীচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, নূপুর নন্দী, ইভা মুখার্জ্জী, শ্যামলী সেনগুপ্ত, বিপ্লব মিত্র, তৃপ্তীশ সেনগুপ্ত, পঙ্কজ গুহ, শংকর প্রসাদ মিত্র, অভীক ঘোষ, সন্দীপন দত্ত, মলয় দাস; তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবার শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী অরীন্দ্রজিৎ সাহা।

বিগত (মার্চ ২০১১) মাসের সাপ্তাহিক উপাসনায় শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত (প্রথম রবিবার), শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী (দ্বিতীয় রবিবার), শ্রীমতী সুনন্দা দাস (তৃতীয় রবিবার) ও শ্রীমতী সুনন্দা(রাখী) রায়চৌধুরী (চতুর্থ রবিবার) আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী, দ্বিতীয় রবিবার সর্বশ্রী/শ্রীমতী শ্রীচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপমা ভট্টাচার্য্য, শ্যামলী সেনগুপ্ত, মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, কস্তুরী চক্রবর্তী, সুহিতা ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্রানী রায়, অনুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইভা মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রা গুপ্ত, অঞ্জনা গুহ, নুপুর নন্দী, অভীক ঘোষ, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয় দাস, সন্দীপন দত্ত, বিভাস চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর প্রসাদ মিত্র, তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত এবং চতুর্থ রবিবার শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত।

সঙ্গতসভা ঃ

বিগত ২৭শে মার্চ ২০১১ রবিবার এবং বিগত ১০ই এপ্রিল ২০১১ রবিবার অপরাহ্ন ৫টায় সমাজের সভাকক্ষে শ্রীসঞ্জীব মুখার্জির পরিচালনায় প্রবীন ও নবীন আচার্যদের সঙ্গতসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠচক্র ঃ

বিগত ২০শে মার্চ ২০১১ রবিবার অপরাহ্ন ৫টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের সভা কক্ষে শ্রীইমদাদুল হক্ ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই আলোচনা সকলে উপভোগ করেন ও অংশগ্রহণ করেন।

ভবানীপুর দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ৭০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠান

ভবানীপুর দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের ৭০ বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠানটি পালিত হয় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের ১৮১তম মাঘোৎসবের প্রাক্কালে শনিবার ১৫ই জানুয়ারী ২০১১তে।

ডাঃ রথীন চক্রবর্ত্তী একজন স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তিনি আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেই দিন ভবানীপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে তথা ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজে আসেন এবং অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি প্রয়াত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তীর সুযোগ্য পুত্র।

প্রথমে তিনি চিকিৎসালয়টি পরিদর্শন করেন। সেইখানে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসালয়ের সভাপতি ডাঃ অরুণকুমার মিত্র, ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের সম্পাদক শ্রীপ্রসূন গাঙ্গুলী, চিকিৎসালয়ের কার্যকরী সমিতি সদস্যরা এবং চিকিৎসকবৃন্দ। উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁহাকে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের শতবার্ষিকীতে (ইংরাজী ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংখ্যা এবং ভবানীপুর দাতব্য চিকিৎসালেয়র সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্বলিত সদ্য প্রকাশিত folder তাঁহাকে দেওয়া হয়। চা পানের সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণ চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা করা হয়। সন্ধ্যা ৬-৩০ টার সময় তিনি সমাজ মন্দিরে আসেন।

সুন্দর সাজান মন্দির এবং তার গম্ভীরতা দেখে তিনি মুগ্ধ হন। মন্দিরের অনুষ্ঠানটি প্রার্থনা দিয়ে শুরু হয়। প্রার্থনা করেন ডাঃ শুচিতা দেব। গান করেন শ্রীমতি রুবি মজুমদার। ডাঃ রথীন চক্রবর্তীর মেধা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান ও আরো গুণ যা তাঁকে এই তরুণ বয়সে চিকিৎসা জগতে অনেক উচ্চস্থলে প্রতিষ্ঠিত করেছে এই সম্বন্ধে পরিচয় দিয়ে ডাঃ অরুণ মিত্র সভাপতি, ডাঃ চক্রবর্ত্তীকে স্বাগত অভিনন্দন জানান। ডাঃ চক্রবর্তীর পরিচয় পর্বের পর ডাঃ মিত্র ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত যে সকল মানুষ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু তথ্যের অবতারণা করেন। যাঁহাদের তিনি নাম করলেন তাঁরা হলেন — ডাঃ দ্বারকানাথ রায়, ডঃ মন্মথ নাথ দাস, ডাঃ সুধীর চক্রবর্ত্তী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বিশেষ ভাবে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। ডাঃ দ্বারকানাথ রায় ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । ডাঃ মন্মথ নাথ দাস হাজারীবাগে সেখানকার মানুষের মধ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়টি এখনও মানুষের উপকার করে চলেছে। ডাঃ শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভবনীপুর দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং আমরণ এটির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসা সর্বজন বিদিত।

ডাঃ মিত্রের পর বক্তব্য রাখেন সম্পাদিকা শ্রীমতী শ্যামলী দাসগুপ্ত। তিনি ভবানীপুর দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করেন। প্রতিষ্ঠাতারা এবং পরিবর্ত্তীকালে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসালয়টিকে উজ্জীবিত করে রেখেছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

ডাঃ রথীন চক্রবর্তী মন্দিরের ভিতরে তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে এটি একটি অতি পবিত্রস্থান যেখানে অনেক সাধু মানুষ উপস্থিত হয়েছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। সেইস্থানে তিনি বক্তৃতা দিতে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। ডঃ চক্রবর্তী তাঁর বক্তৃতায় দর্শন থেকে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের একশাখা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, ধর্ম থেকে research এবং তার উৎকর্ষতা সর্বত্র বিচরণ করেছেন এবং সুন্দরভাবে তাঁহার বক্তব্যকে উপস্থিত করেছেন। তিনি রামমোহন রায় সম্বন্ধে বলেছেন — সমাজ সংস্কার, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী থেকে সনাতন ধর্মকে পৃথক করা, এবং সেই উপনিষদীয় ধর্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা ব্যাতীত তাঁহার চিন্তার ও কর্মের পরিধি অনেক দূর ব্যাপৃত ছিল। তাঁহার পরবর্তীকালে প্রদীপ জ্বেলে ব্রাহ্মসমাজকে উজ্জীবিত রেখেছেন অনেক মহাপুরুষ। রবীন্দ্রনাথকে তিনি মনে করেন সর্বাপেক্ষা বড় নক্ষত্র। ডাঃ চক্রবর্ত্তী তাঁহার পিতা ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্ত্তীর শিক্ষাকে পরম শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছেন। ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত। ডঃ রথীন চক্রবর্ত্তী তাঁহার বক্তৃতায় প্রতিপদে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, ভাবনা, লেখা, কাজ, তাঁহার দর্শন মানুষকে চিন্তিত করেছে। মানুষ রূপসাগরে ডুব দিতে পেরেছে। তিনি বলেন নদী যেমন বহে যায়, মানুষের চিন্তাধারা , ভাবনাও তেমন বহে যায়। ভাবনা যখন বহে চলে তখন তাহার সঙ্গে আসে নানা ঘাত প্রতিঘাত। ভাবনাই কোন জিনিষকে অসুন্দর তৈরী করে, আবার ভাবনাই তাহাকে সুন্দরের রূপ দেয়। ভাবনাতেই দেখা দেয়

পবিত্রতা বা অপবিত্রতা। মানুষের উপলব্ধিটাই আসল। আমি এখানে বলি রবীন্দ্রনাথের সেই কথা "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/চুনি উঠল রাঙা হয়ে।/ গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর/সুন্দর হল সে।" পরেই বলেছেন "না না না / না পান্না না চুনি, না আলো না গোলাপ / না আমি না তুমি।/ওদিকে অসীম যিনি, তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা/ মানুষের সীমানায়/ তাকেই বলি "আমি"। মানুষের ভাবনা যেখানে উৎকর্ষতা পেয়েছে সেখানে তিনি জয়গান গেয়েছেন। তাঁর উপলব্ধি আমাদের মধ্যে উৎসারিত হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ আলমোরায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন ছবি মুর্তি বা ঠাকুর দেবতার কোন বিগ্রহ নেই। তাঁর ভাবনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের মধ্যে একাত্ম।

ডাঃ চক্রবর্ত্তী দুইজন বড়মাপের ব্রাহ্মের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁহারা হলেন প্রয়াত ডঃ উদয়ন চ্যাটার্জ্জী ও তাঁহার স্ত্রী ডঃ অঞ্জলি চ্যাটার্জ্জী। দুইজনই বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ডঃ অঞ্জলি চ্যাটার্জ্জী research করতেন স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন সংস্থার ভিরোলজী শাখায়। জাপানী ভাইরাস নিয়ে কাজ করার সময়, সেই রোগ ও তাহার ওপর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের প্রভাব (Belladona) তাঁহাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। রোগ সারাবার জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধের প্রয়োজনীয়তার উপর তাঁর আস্থা জন্মেছিল। নিঃসন্তান দম্পতি ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পরিচিত হন। এক Research Institution স্থাপনা করা উদ্দেশ্যে তাঁহাদের যথাসর্বস্ব ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্ত্তীর উপর ন্যস্ত করেন। বরাহনগরে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে- Dr. Anjali Chatterjee Institution of Homoeopathy । ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্ত্তীর প্রয়াণে ইহার সঙ্গে যুক্ত হন ডাঃ রথীন চক্রবর্ত্তী। ভারত সরকারের "হোমিওপ্যাথি ও অন্যান্য চিকিৎসা" (AUSH) নামে যে বিভাগ রয়েছে তাহার অন্তর্গত এক প্রতিষ্ঠান। প্রয়াত চ্যাটার্জী পরিবার মানুষের উপকার করতে চেয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি অসুস্থ মানুষের অসুস্থতা নিরাময়ের উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে। আমরা আশাকরি এই চেষ্টা সফল হবে। Dr. Chakraborty, ভারত সরকার এবং Dr. Anjali Chatterjee Institution of Homoeopathy মিলিত চেষ্টায় সমাজের প্রভূত উপকার হবে। চ্যাটার্জী পরিবারের স্বপ্ন সফল হবে। এটি ইতিমধ্যে ভারত ও ভারতের বাইরে সুনাম অর্জন করেছে।

আমাদের সকলের পক্ষথেকে ডাঃ রথীন চক্রবর্ত্তীর মত তরুণ চিকিৎসককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তাঁকে আমাদের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের সম্পাদক শ্রীপ্রসূন গাঙ্গুলীকে ধন্যবাদ জানাই।

শ্যামলী দাসগুপ্ত
সম্পাদিকা
ভবানীপুর দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়

Dr. Binayak Sen

"The Brahmo Sammilan Samaj has noted with grave concern the present status of the criminal cases pertaining to Dr. Binayak Sen, despite his proven track record of service to poor and disadvantaged groups and despite the appeal for clemency made by Shri Amartya Sen and several other Nobel Laureates. While the Samaj has no sympathy for extremist groups of any denomination, the Samaj is convinced that Dr. Binayak Sen, a noted social worker, has been wrongly charged with and convicted of offences against the State. The Brahmo Sammilan Samaj, therefore, resolves unanimously that the President of India be moved for granting pardon to Dr Sen for all the alleged offences he has been charged with."

The above resolution, as adopted by this Samaj at its Governing Body meeting held on 12.02.11, has been forwarded to Sm. Pratibha Patil, Hon'ble President of India with copies endorsed to Dr. Manmohan Singh, Hon'ble Prime Minister, Dr. P. Chidambaram, Hon'ble Home Minister, Dr. Raman Singh, Hon'ble Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Buddhabeb Bhattacharjee, Hon'ble Chief Minister of West Bengal and to various Electronic and Press media on 19.02.11 for information and necessary action.

A copy of the aforesaid resolution has also been forwarded to Sm. Anasua Sen, mother of Dr. Binayak Sen and an old member of this Samaj who used to sing regularly along with her late husband Dr. D.P. Sen at the weekly prayer services of the Samaj in the past before shifting their base from Kolkata.

ভ্রম সংশোধন ঃ

বিগত ফেব্রুয়ারী ২০১১ ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তায় পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠানের অন্তর্গত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অংশে প্রয়াতা অঞ্জনা মুখার্জীর স্মরণ অনুষ্ঠানের স্থলে আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান ছাপা হয়েছে। এই ভ্রমের জন্য আমরা দুঃখিত।

বিগত মার্চ (২০১১) মাসের ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তার "স্মরণিকা" শিরোনামে প্রকাশিত প্রয়াত আচার্য অনিমেষ দাসগুপ্তের ৩২ তম তিরোধান দিবসের পরিবর্তে জন্মদিবস ছাপা হয়েছে। এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

বিগত মার্চ ২০১১ ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার অংশে সাধারণ ফণ্ডে প্রয়াত অজয় রায়চৌধুরীর স্থলে অশোক নাথ রায়চৌধুরী ছাপা হয়েছে। এই ভ্রমের জন্য আমরা দুঃখিত।

বিগত মার্চ ২০১১ ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তায় শোক সংবাদ বিভাগে প্রয়াতা মাধুরী দত্তের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশনে জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম ভ্রমক্রমে শ্রীমতী রত্না আচার্য্যের স্থলে প্রয়াতা রত্না চ্যাটার্জী ছাপা হয়েছে। এই ভ্রমের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীপরাগ রক্ষিত (ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে "উপাসনার গান" নামক সিডির প্রচার বাবদ) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৪৮৮) দিনব্যাপী উৎসবে পরিবেশনকারীদের দান —১৬২৫ টাকা (র/নং ২৪৮৯); জনৈক শুভানুধ্যায়ী 'গীতাঞ্জলি' শতবর্ষ উপলক্ষে ICCR অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের কর্পোরেশন ফি ও Application ফি বাবদ) — ৪০০ টাকা (র/নং ২৪৯৬); জনৈক শুভানুধ্যায়ী (গীতাঞ্জলির শতবর্ষ উপলক্ষে) — ৯৫০ টাকা (র/নং ২৪৯৭); শ্রীঅরিন্দম ঘোষ (প্রয়াত পিতা মুকুল ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধের (টেপ রেকর্ডিং এর জন্য) — ১০০ টাকা (র/নং ২৫০৪); শ্রীআশীষ পারিখ — ২০০০ টাকা (র/নং ২৫০৬); শ্রীমতী নমিতা আচার্য —১০০ টাকা (র/নং ২৫০৮); শ্রীঅভিজিৎ কুমার বসু (ডাকমাশুল বাবদ) — ১০০ টাকা (র/নং ২৫০৯); শ্রীমতী মধুরিমা সেন (ডাকমাশুল বাবদ) — ১০০ টাকা (র/নং ২৫১০); ডঃ মধুশ্রী ঘোষ (কন্যা শ্রীমতী মহাশ্রী ঘোষের সহিত শ্রীশিবাজী বসুর শুভবিবাহ উপলক্ষে)— ৫০০ টাকা (র/নং২৫১৫); শ্রীমতী সুনন্দা নাগ ও ভগিনীগণ (প্রয়াত পিতা শান্তিবিন্দু গুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) —৩০০০ টাকা (র/নং ২৫১৮); শ্রীহিতব্রত রায় (ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ উপলক্ষে) — ৫০০০ টাকা (র/নং ২৫১৯); শ্রীহিতব্রত রায় (ডাকমাশুল বাবদ) — ২০০ টাকা (র/নং ২৫২০); শ্রীমতী অনসূয়া সেন (প্রয়াত স্বামী ডঃ ডি পি সেনের ১৭ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে) — ৫০০ টাকা (র/নং ২৫২৩); মোট ১৫৫৭৫ টাকা।

১৮১ তম মাঘোৎসব ফণ্ড ঃ শ্রীমতী শ্রীলতা গুপ্ত ও শ্রীমতী রীতা বিশ্বাস (দিনব্যাপী উৎসবে চা ও খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বাবদ) — ৪৩৭৫ টাকা (র/নং ২৪৮৭)।

৩৯ তম আনন্দোমেলা ফণ্ড ঃ সরলা পুণ্যাশ্রম — ৩০০ টাকা (র/নং ২৪৯০); শ্রীমতী মিতালী গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী সুনন্দা (টুনুদি) রায়চৌধুরী (খাদ্যদ্রবা বিক্রয় বাবদ — ৭৫০ টাকা (র/নং ২৪৯২); শ্রীমতী মীরা সিন্‌হা (খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বাবদ)— ৪৫০ টাকা (র/নং ২৪৯৩); শ্রীশরণ্য ব্যানার্জী (হস্তশিল্প দ্রব্য বিক্রয় বাবদ) — ২০০ টাকা (র/নং ২৪৯৪); শ্রীমতী নয়নতারা

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025 and Published from-Kolkata. Editor : Dr. Madhusree Ghosh, 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020.

Date of Publication : 1 April, 2011